

আজকের এই উজ্জ্বল উপস্থিতির মধ্যমণি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব এবং প্রিয় সুধী, আপনাদের সবাইকে রোকেয়া জন্মজয়ন্তীর শুভেচ্ছা।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন আমার প্রিয়তম ব্যক্তিত্ব, অনুপ্রেরণার অন্যতম উৎসস্থল। তাই গভীর শ্রদ্ধায় আজ তাঁকে স্মরণ করছি।

বেগম রোকেয়া যে-বঙ্গভূমির সার্বিক উন্নয়নের জন্য সারাজীবন লড়েছেন, সেই দেশের এক সাধারণ নারী আমি। তাঁর জন্মের একশ বছর পর আমার জন্ম এই স্বাধীন বাংলাদেশে। এই একশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, নারী শিক্ষা, নারীর উন্নয়নে যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা অভূতপূর্ব, তা বিস্ময়কর!

'কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব' - তাঁর এই উক্তি বাংলাদেশ আজ অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছে। শুধু বিশ্বাস নয়, তা বাস্তবায়ন করেছে নিপুণ নিষ্ঠায়। বাংলাদেশের নারী আজ সত্যিকার অর্থেই জেগেছে। উন্নয়নের বহিঃশিখা নারীর হাতেই আজ জ্বলছে দীপ্তিময়।

বেগম রোকেয়া একবার বলেছিলেন, 'পুরুষেরা যখন পাহাড়ের উচ্চতা মাপে, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপ করে, নারী তখন বালিশের ওয়ারের দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে দেখে।' - কিন্তু সেই দৃশ্য আজ পাল্টে গেছে। নারী শুধু পাহাড়ের উচ্চতা মাপে না, সে পাহাড়ের শীর্ষে গিয়ে লাল-সবুজের পতাকা ওড়ায়।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীর আজ জয়জয়কার। শিক্ষা-রাজনীতি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যে অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি, তার সর্বাধিনায়ক-ও একজন নারী। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এক সময় যা ছিলো স্বপ্ন, আজ তা জাজ্বল্যমান বাস্তব। "সুলতানা স ড্রিম" হয়ে উঠেছে "হাসিনা স এচিভমেন্ট"। রোকেয়ার পিছিয়ে পড়া বঙ্গভূমি আজ জাগ্রত বাংলাদেশ।

নারী উন্নয়নের এই তুঙ্গ মুহূর্তে, রোকেয়া পদকে ভূষিত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। এই আয়োজনের সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে।

জয় বাংলা